সমবায়ের ইতিহাস

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপ–মহাদেশে প্রথম সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এ সময়ে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করত। কৃষিই ছিল জনগণের জীবিকার একমাত্র উপায়।**১৮৭৫ সালে** দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় **কৃষক বিদ্রোহ** সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল কৃষি ঋণের অভাব, মহাজনী ঋণের চক্রবৃদ্ধিজনিত উচ্চ সুদের হার, কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র। এ প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশনের সুপারিশ মতে এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট (লর্ড এডওয়ার্ড , স্যার নিকলসন ও ডুপার নিক্স) কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সালে তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন ‘সমবায় ঋণদান **সমিতি আইন,১৯০৪’** **(Cooperative Credit Societies Act-1904)** জারী করেন।

- তদানীন্তন ভারত সরকার পুনরায় নতুন করে ‘**সমবায় সমিতি আইন–১৯১২’ (Cooperative Socities Act-1912)** জারী করেন। উক্ত আইনে ক্রেডিট ও নন–ক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠন এবং সসীম ও অসীম দায় বিশিষ্ট সকল প্রকার সমবায় সমিতি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শীর্ষ সমিতি বা ব্যাংক গঠন করার বিধান ও সন্নিবেশ করা হয়। ফলে দেশের সর্বত্র কৃষিক্ষেত্রে ও অকৃষিক্ষেত্রে সসীম ও অসীম দায়–বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে।

- সমবায় আন্দোলনকে পূন:চাঙ্গা করে তোলার লক্ষ্যে প্রাদেশিক সরকার **১৯৪০ সালে ‘বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন-১৯৪০’ জারী করে। ১৯৪২ সালে উক্ত আইনের বিশ্লেষণ সহ ‘সমবায় নিয়মাবলী -১৯৪২’ প্রকাশিত হয়।** কিন্তু ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় দেশে দ্রব্যমূল্য অত্যাধিক বেড়ে যায়।
- ১৯৪৩ সালে প্রদেশব্যাপী দেখা দেয় এক মহা-দুর্ভিক্ষ। অপরদিকে ১৯৪৫ সালে দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। শুরু হয় সর্বত্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ফলে সমবায় আন্দোলন এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।
- ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সমবায় আন্দোলনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।
- সরকার ও সমবায়ীদের যৌথ উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সরকার সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ কার্যক্রম পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। গ্রামীণ সমিতিগুলোর পরিবর্তে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে **ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি** গঠন করা হয়। এই ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে তখন কৃষকদের তখন সার, বীজ কীটনাশক ডিজেল সরবরাহ করা হতো।
- রাসায়নিক সার ব্যবহারে সমিতিগুলো তখন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রচলনে সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **১৯৫৬ সালে ড. আখতার হামিদ খান প্রায়োগিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন।** তাঁর উদ্যোগে ১৯৬০ সালে কুমিল্লার কোতয়ালী থানায় 'দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি' চালু করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন (KTCCA) গঠন করার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। ১৯৬৫ সালে 'কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (CDIRDP) কুমিল্লা জেলার ২২ টি থানায় চালু করা হয়।
- ১৯৬০ সালে সমবায় অধিদপ্তর হতে মাসিক 'সমবায়' এবং ইংরেজি ষান্মাসিক 'কো-অপারেশন' পত্রিকাদ্বয়ের প্রকাশনা শুরু হয়।
- **১৯৬০ সালে ঢাকার গ্রীন রোডে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ স্থাপিত হয়।**
- ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ইউনিয়ন) আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংস্থার (আইসিএ) সদস্যপদ লাভ করে।
- ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মত 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা' গৃহীত ও প্রচারিত হয়।
- **১৯৬২ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ ঢাকার গ্রীন রোড হতে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়।**
- ১৯৭১ সালে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (IRDP) চালু করার মাধ্যমে কুমিল্লাস্থ দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির কার্যক্রম প্রদেশব্যাপী ছড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

- স্বাধীনতার পর সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের পবিত্র **সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।**

- সমবায় আন্দোলনে দ্বি-মুখী ধারা প্রবাহিত হয়। একদিকে সমবায় বিভাগ পরিচালিত কার্যক্রম কৃষি ক্ষেত্র ছাড়াও অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, মৎস্য চাষ, ইক্ষু চাষ, তাঁত শিল্প, হস্ত শিল্প, দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদির নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। অপরদিকে আইআরডিপি'র দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় কার্যক্রম প্রধানত কৃষি ক্ষেত্রে জোরেসোরে চালু হয়। আইআরডিপি তার মূল প্রকল্পের অধীনে গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে সংগঠিত করতে শুরু করে।
- ১৯৭৩ সালে দেশের দুধের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: **(মিল্কভিটা)** প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৭৫ সালে সমবায় বিভাগ যানবাহন ও পরিবহন সমবায় সমিতি গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে। ফলে বাংলাদেশ গণপরিবহন চালক সমবায় সমিতি ও পরে বাংলাদেশ অটো রিকশা চালক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। আইআরডিপি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মহিলা সমবায় সমিতি গঠন শুরু করে।
- **১৯৮২ সালে সরকার এক অর্ডিনেন্সএর মাধ্যমে আইআরডিপি এর স্থলে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গঠন করে তাকে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করে**

- ১৯৮৩ সালে দেশের ১৩ টি বৃহত্তর জেলায় ‘পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প–২’(RD-2) এর কার্যক্রম বিআরডিবি’র মাধ্যমে চালু করা হয়। এর একটি অংশ ‘অডিট ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্পটি সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন শুরু হয়। বিআরডিবি পরিচালিত সমিতিগুলোর অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উক্ত প্রকল্পের অধীনে বেশকিছু অডিট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৮৪ সালে বিআরডিবি কর্তৃক ‘পল্লী দরিদ্র কর্মসূচি’ চালু করা হয়। এর আওতায় গ্রাম পর্যায়ে প্রথমে বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং পরে মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি গঠনের কাজ শুরু করা হয়।

- বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪০ সালের পুরাতন বঙ্গীয় সমবায় আইন বাতিল করে **‘সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ-১৯৮৪’ জারী করেন। উহা ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।**
- একই সালে সরকার সমবায় বিভাগের চাকুরি বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়।
- **১৯৮৭ সালে ২০ জানুয়ারি ‘সমবায় সমিতি নিয়মাবলী – ১৯৮৭’ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারী করা হয়।** এতে নির্বাচন সংক্রান্ত সমবায়ের নতুন বিধিমালাসহ অনেক বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়।
- ১৯৮৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।
- সমবায় বিভাগের আওতাধীন আটটি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট উন্নয়ন প্রকল্পটি এ বছরই জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- ২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় আইন জারী করা হয়। ২০০২ সালে ২০০১ সালের সমবায় আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করে সংশোধিত আইন, ২০০২) জারী করা হয়।
- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সংশোধিত আইন ২০০২ এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ জারী করা হয়।
- দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায় সমবায় উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিমালাকে যুগোপযোগী করে 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়।
- **২০১৩ সালে সমবায় আইনকে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় আইন, ২০১৩ জারী করা হয়।**
- **২০০৪ সালের সমবায় সমিতি বিধিমালা,২০২০ সালে সংশোধন করা হয়।**

- সমবায় ঋণদান **সমিতি আইন,১৯০৪' (Cooperative Credit Societies Act-1904)**
- **সমবায় সমিতি আইন–১৯১২' (Cooperative Socities Act-1912)** জারী করেন। উক্ত আইনে ক্রেডিট ও নন-ক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠন এবং সসীম ও অসীম দায় বিশিষ্ট সকল প্রকার সমবায় সমিতি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- প্রাদেশিক সরকার **১৯৪০ সালে 'বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন–১৯৪০' জারী করে।**
- **সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ–১৯৮৪' জারী করেন। উহা ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।**
- ২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় আইন জারী করা হয়।
- **২০০২ ও ২০১৩ সালে সমবায় আইনকে অধিকতর সংশোধন করা হয়।**

- ১৯৪২ সালে উক্ত আইনের বিশ্লেষণ সহ ‘সমবায় নিয়মাবলী –১৯৪২’ প্রকাশিত হয়।
- ১৯৮৭ সালে ২০ জানুয়ারি ‘সমবায় সমিতি নিয়মাবলী –১৯৮৭’ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারী করা হয়।
- ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ জারী করা হয়।
- ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০২০ সালে সংশোধন কর◌া হয়।